EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

ঐরাবত প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তৃতা

টেকনাফ, ৯ই জুলাই -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ টেকনাফস্থ টেকনাফ গেম রিজার্ভে 'ঐরাবত প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র' উদ্বোধন উপলক্ষে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

প্রধান বন সংরক্ষক, যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, নিসর্গ কর্মসূচিতে আমার সহকর্মীবৃন্দ, বিশিষ্ট অথিতিবর্গ এবং সম্মানিত সুধী: আস্‌সালামু আলাইকুম, নমস্কার এবং শুভ অপরাহ্ন!

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অপরূপ ভূ-প্রকৃতি দেখে আমি আজ সত্যি মুগ্ধ। দৃষ্টিনন্দন পাহাড়, বহমান নদী আর পেছনে বঙ্গোপসাগর প্রকৃতির মহিমাকে ফুটিয়ে তোলে। এরকম একটি পরিবেশে 'প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্রে'র উদ্বোধন করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। পরিবেশ-বান্ধব অভিনব স্থাপত্য ধারণাকে কাজে লাগিয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। এখানকার জনগোষ্ঠীর লোকেরাই এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। সমাজের লোকেরা ও সরকার মিলে কাজ করে কিভাবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করছে সে উদাহরণ স্বচক্ষে দেখার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্য সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা চলতে থাকলে আগামী ১৫ বছরের কম সময়ের মধ্যে বন-ভিত্তিক জীব-বৈচিত্র্য সম্পদ ধবংস হয়ে যাবে। এটা সুখের বিষয় যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দেশের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নিসর্গ কর্মসূচির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

সম্মানিত অতিথিবর্গ, বাংলাদেশ অবশ্যই এর প্রাকৃতিক সম্পদ হারাবে না। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সম্পদ হারিয়ে গেলে এদেশের লাখো দরিদ্র মানুষের জীবিকার সুযোগ হারিয়ে যাবে। বনভূমির আশেপাশে বসবাসকারী ৯০ শতাংশ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ক্রমহ্রাসমান সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। আমি জেনে উৎসাহিত হলাম যে নিসর্গ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়িত করছে তারা যেসব সম্পদের ওপর নির্ভরশীল তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে।

প্রকৃতি-ভিত্তিক পর্যটন শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা অপার। সম্ভাব্য এই অর্থনৈতিক কর্মসূচির গুরুত্বারোপ করার জন্য আমি নিসর্গ কর্মসূচির প্রশংসা করি। প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র এর শুরু মাত্র। আমার বিশ্বাস আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টেকনাফ গেম রিজার্ভ এলাকা বিশ্বমানের পরিবেশ-বান্ধব পর্যটনস্থলে পরিণত হবে। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের দিক থেকে নিসর্গ উল্লেখযোগ্যভাবে টেকনাফ গেম রিজার্ভকে রূপান্তর করতে সাহায্য করেছে। পরিবেশ-বান্ধব পর্যটনের ওপর এই অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দুয়ার খুলে দেবে।

সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে: সীমিত পরিবেশগত সম্পদ দিয়ে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। নিসর্গ কর্মসূচি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং একই সাথে জীবিকা উপার্জনের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের সাফল্যজনকভাবে সাহায্য করছে। আমি মোটেই বিস্মিত নই যে নিসর্গের কার্যক্রম আন্তর্জানিক স্বীকৃতি অর্জন শুরু করেছে। চমৎকার এ কাজের জন্য অভিনন্দন!

অভিজ্ঞতা বলে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথাগত "কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল" পদ্ধতি বিশ্বের অন্যত্র ব্যর্থ হয়েছে। সফল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য চাই প্রশাসনের বিকেন্দ্রিকরণ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অবলোপন এবং সহযোগিতামূলক ও কারিগরিভাবে উপযুক্ত নতুন নতুন পদ্ধতি। যৌথ বা সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সাথে একযোগে ইউএসএআইডি ঠিক এই কাজটিই করার চেষ্টা করছে। যৌথ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট থাকে পুরো জনগোষ্ঠী -- সরকারি সংস্থাগুলোর স্থানীয় প্রতিনিধি, নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংস্থা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক সম্পদ জনগোষ্ঠীর যেসব সদস্য সাধারণত সীমিত প্রবেশাধিকার পায় তারাই এই পদ্ধতির মূলশক্তি। সবচেয়ে প্রশংসনীয় ব্যাপার হল যে বন অধিদপ্তর নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সময়মত গ্রহণ করার জন্য আমি বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যৌথ ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতার জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকতে হবে এবং এর জন্য শাসন ব্যবস্থা হতে হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ। নিসর্গ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ যে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা সেখানকার সংরক্ষিত এলাকার শাসন ব্যবস্থা মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে আপনারা স্থাপন করেছেন বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস জোরদার হবে খোলামেলা, স্বচ্ছতা এবং সংলাপের মডেলের

মাধ্যমে যা নিসর্গ কর্মসূচির একটি বড় দিক। পরিবেশ খাতে সুশাসনের প্রসারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। আমি জানি গুরুত্বপূর্ণ নীতির পরিবর্তন মোকাবেলা করতে হচ্ছে আমাদের । আর এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে একসাথে কাজ করার ব্যাপারে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী।

এ ধরনের উদ্ভাবনী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে সহায়তা ও সম্প্রসারণ করতে নীতিমালার পরিবর্তনের যেমন প্রয়োজন তেমনি তা অর্জনযোগ্যও বটে। গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক উদ্যোগকে সফল করতে হলে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হচেছ -- সংরক্ষণ প্রচেষ্টা থেকে গোষ্ঠীগুলোকে টেকসই সুবিধাদি গ্রহণ করতে হবে যার জন্য তারা সময় দিয়েছে। সংরক্ষিত এলাকায় 'প্রবেশ ফি'র লভ্যাংশ ভাগাভাগি ব্যবস্থাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিসর্গের প্রস্তাবকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জোরালোভাবে সহযোগিতা করায় আমি উৎসাহ বোধ করছি। আমি আশা করছি যে, বাংলাদেশ সরকার শীঘ্রই এই প্রস্তাবনায় অনুমোদন দেবে।

এবার আমি পরিবেশ খাতের উন্নয়নে আমাদের দুই সরকার কি কি কাজ করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে কিছু সময় নিচ্ছি। গত ২০০০ সালে বাংলাদেশ ও আমার সরকার "প্রকৃতির জন্য ঋণ" বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর করে। আমি মনে করি এখানে উপস্থিত আপনারা অনেকেই এ বিষয়টি অবগত আছেন যে, বিশ্বে বাংলাদেশই একমাত্র এই "প্রকৃতির জন্য ঋণ" চুক্তি থেকে উপকৃত হচ্ছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ঋণের ত্রাণ এবং সম্পদ পাচ্ছে যা একটি সংরক্ষণ তহবিল প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই চুক্তির আওতায় উভয় সরকার "আরণ্যক" নামের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এ প্রতিষ্ঠানের অপর নামটি হচ্ছে বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন সংরক্ষণ ফাউন্ডেশন বা বাংলাদেশ ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন সংরক্ষণে ছোট ছোট অনুদান দিতে এই ফাউন্ডেশনের সম্পদ রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে অনুদান প্রদানের ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। আরণ্যক ফাউন্ডেশনও বড় আকারে সংরক্ষিত এলাকা যৌথ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি শুরু করেছে যা নিসর্গ কর্মসূচির প্রচেষ্টারই পরিপূরক। বাংলাদেশে দায়িত্বশীল সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এটি একটি সমন্বিত কৌশল।

বাংলাদেশ তার প্রাকৃতিক সম্পদের ঐতিহ্য রক্ষার প্রতি কার্যকর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় দেশটি অগণিত দরিদ্র মানুষের জীবিকার উন্নতি করছে যারা এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদেও ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। সবশেষে আমি নিসর্গ কর্মসূচির অব্যাহত সাফল্য কামনা করছি। আমরা সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিসর্গ যৌথ ব্যবস্থাপনা মডেল সাদৃশ্যের প্রতি চেয়ে আছি।

বহু বছর যাবৎ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ও বন্ধু। বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং এ দেশের স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র পাঁচশ কোটি ডলারেরও বেশি সহায়তা প্রদান করেছে। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র এক'শ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করে থাকে। বন্ধুত্বের এই দৃঢ় বন্ধন অব্যাহত রাখতে এবং একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশের অগ্রগতিতে সহায়তা করতে সরকার, বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তিখাত, সুশীল সমাজ এবং ব্যক্তি বিশেষের সাথে কাজ করতে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।

এই সুন্দর পরিবেশে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি আবারো আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

==========

 # বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই বক্তৃতার ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট: dhaka.usembassy.gov) যোগাযোগ করুন।*